সঙ্ঘসংবাদ

কোভিড ১৯-এর জন্য ত্রাণ

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন, শিল্ল্যা : গত মার্চ—মে ২০২০, ১৭৮৩ টি পরিবার এবং ১০৭৬ জনের প্রত্যেককে চাল, ডাল, চিনি, নুন, সোয়াবিন, সর্ষের তেল, সাবান, চা পাতা ও মাস্ক দেওয়া হয়েছে। স্কুলশিক্ষিকা ও কর্মচারীদের বিস্কুট, গুঁড়ো দুধ, মুড়ি; এছাড়া ১৫০টি পরিবারকে মুড়ি, চানাচুর ও খেজুর; সিভিক পুলিশদের ডেটল; চারশো জনকে ৭ ও ৮ এপ্রিল রান্না করা খাবার দেওয়া হয়েছে। এই ত্রাণে অটোচালক, বাসচালক, শিল্ল্যা কেন্দ্রের স্কুলশিক্ষিকা-কর্মচারিবৃন্দ, শিল্ল্যাগ্রাম-বর্ধমান-দুর্গাপুর অঞ্চল সংলগ্ন এলাকার বহু মানুষ এবং দুর্গাপুর-গোপালমঠ-ধোবাগোরা অঞ্চলের বহু আদিবাসী উপকৃত হন। একমাস ধরে গলসি গ্রাম দিয়ে ফিরতি পরিযায়ী শ্রমিকদের কমিউনিটি কিচেন-এর মাধ্যমে খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হয়।

শিল্ল্যা কেন্দ্রের ত্রাণ

আমফান ত্রাণ : দক্ষিণ ২৪ পরগণার (গঙ্গারামপুর কেন্দ্রের সুপারিশ করা) ২০০ পরিবারকে চাল, ডাল, চিনি, নুন, গুঁড়ো দুধ, সোয়াবিন, সর্ষের তেল, বিস্কুট, সাবান ও মাস্ক; ২টি পরিবারকে গৃহনির্মাণসামগ্রী দেওয়া হয়েছে। বিতরণ করা হয়েছে প্রায় ৬ লক্ষ টাকার ত্রাণ। শ্রীহরকস্তুরী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট (কলকাতা) দান করেছেন ১ লক্ষ টাকা।

পরিযায়ী শ্রমিকদের সেবা

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন আশ্রম, এন্টালি : পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে স্থানীয় ২৫০টি পরিবারকে চাল, ডাল, আটা, চিনি, তেল, বিস্কুট ইত্যাদি বিতরণ করা হয়েছে। এজন্য পশ্চিমবঙ্গ এবং রাজ্যের বাইরের ভক্তেরা মোট ১,০০,৭১৮ টাকা দান করেছেন।

এন্টালি কেন্দ্রের ত্রাণ

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন, সিরিটি : গত এপ্রিল মাসে ৩৩০ জনকে রান্না করা খাবার ও ৮২১ জনকে চাল, ডাল, সোয়াবিন, সর্ষের তেল, গুঁড়ো দুধ, সাবান দেওয়া হয়েছে। একইভাবে মে মাসে ১৬০ জনকে, জুন মাসে ৯০ জনকে ও জুলাই মাসে ২০ জনকে রেশন দেওয়া হয়েছে।

পূর্ব মেদিনীপুরের ঠাকুরনগর কেন্দ্রের মাধ্যমে উত্তর কলমদান গ্রামের ১০০ জনকে খাদ্যসামগ্রী; রামকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থী সঙ্ঘ (হুগলি)-র মাধ্যমে ২২০ জনকে আটা, ডাল, সর্ষের তেল, চিনি, গুঁড়ো সাবান ও মাস্ক দেওয়া হয়েছে।

মে-জুলাই মাসে নিকটবর্তী কলকাতা কর্পোরেশন ওয়ার্ড (১১৫, ১১৬, ১২১, ১২২)-এর ১৬০টি পরিবারকে প্রতি মাসে চাল, ডাল, তেল, চিনি, আটা বা ছাতু, নিউট্রিলা, চা পাতা, হলুদ, নুন, বিস্কুট, গুঁড়ো সাবান ও সাবান দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা ১১০০ জন উপকৃত হয়েছেন। এছাড়া ১৫০ জনকে মাস্ক, ৩০০ শিশুকে চকোলেট হরলিক্স এবং মহিলাদের প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী দেওয়া হয়েছে। এখনও ত্রাণকাজ চলছে।

আমফান ত্রাণ : কলকাতায় জনৈক ব্যক্তিকে অস্থায়ী চায়ের দোকান করে দেওয়া হয়েছে এবং একটি পরিবারকে বাড়ি মেরামতে সাহায্য করা হয়েছে। অলটাবেড়িয়া (দক্ষিণ ২৪ পরগণা), পূর্ব মেদিনীপুরের হনুভুইয়া, পূর্ব বর্ধমানের লোয়া গ্রামে একটি করে পরিবারকে নতুন বাড়ি; পূর্ব মেদিনীপুরের বামুনবার গ্রামে এক ব্যক্তিকে রান্নাঘর ও গুদামঘর করে দেওয়া হয়েছে। ৭৭,৬৯২ টাকার ওষুধ এবং ৭,১৬,৯৬৮ টাকার ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

ত্রাণ : সিরিটি কেন্দ্র

ছাত্রীকৃতিত্ব

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, বাগবাজারের ছাত্রীরা অন্যান্য বছরের মতো এবছরও বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। ৯৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫৭ জন AA গ্রেড, ৩৯ জন A+, ৩ জন A গ্রেড পেয়েছে। গণিতে ২৭ জন এবং ভূগোলে ১৩ জন ১০০-র মধ্যে ১০০ পেয়েছে।

AISSE বোর্ডের দশম শ্রেণির পরীক্ষায় রামকৃষ্ণ সারদা মিশন স্কুল খোনসা, অরুণাচল প্রদেশের ২৩ জন ছাত্রীর সকলেই স্টার পেয়েছে। ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে ৬ জন। ১১ জন A+ এবং ৬ জন A গ্রেড পেয়েছে। গণিতে ১ জন ১০০-র মধ্যে ১০০ এবং কমপিউটার অ্যাপ্লিকেশনে ৫ জন ৯৯ শতাংশ নম্বর পেয়েছে।

একই পরীক্ষায় রামকৃষ্ণ সারদা মিশন স্কুল দিরাং, অরুণাচল প্রদেশের ছাত্রীরা ৩০ জনের মধ্যে ৮ জন AA গ্রেড, ১৩ জন A+ এবং ৯ জন A গ্রেড পেয়ে পাশ করেছে। ৯ জন ছাত্রী কমপিউটার অ্যাপ্লিকেশনে ৯৯ শতাংশ নম্বর পেয়েছে।

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন স্কুল অফ হোম সায়েন্স, কাম্পটি, নাগপুরের ১০২ জন এবছর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে। সকলেই উত্তীর্ণ। ৫০ জন প্রথম বিভাগে, ১৮ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ৭ জন তৃতীয় বিভাগে পাশ করেছে। ২৭ জন distinction পেয়েছে।

শ্রীসারদা গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, ত্রিচুর থেকে ১৭৬ জন হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিয়েছে। ১৬৯ জন উত্তীর্ণ। ৯ জন ৯০ শতাংশের বেশি এবং ৩৭ জন ৯০ শতাংশ নম্বর পেয়েছে।